28/9/2000

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৭...

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের শরীয়তপুর ও বাগেরহাট গ্রুপ মুখোমুখি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপ ও বাগেরহাট গ্রুপ এখন মুখোমুখী। অন্যদিকে হল পর্যায়ের নেতারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ওপর। এ কোন্দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একক নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টিকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। বুধবার মুহসীন হলের সভাপতি শফিকের নেতৃত্বাধীন বাগেরহাট গ্রুপের কর্মীরা সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াতের নেতৃত্বাধীন শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের চার কর্মীকে ছাত্রদলের কর্মী আখ্যা দিয়ে হল থেকে বের করে দিয়েছে। অন্যদিকে জগন্নাথ হলের শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের কর্মীরা হল শাখার সভাপতি বিপুলকে বের করে দেয়। এ নিয়ে দুটি হলে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মঙ্গলবার রাতে মুহসীন হল সংলগ্ন মাঠে বোমা বিস্ফোরণের জন্য শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের আনিস ও ডাবলুকে দায়ী করে চার কর্মীকে হল থেকে বের করে দেয় বাগেরহাট গ্রুপের কর্মীরা। এ নিয়ে হল শাখার সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে নালিশ দিয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। জগন্নাথ হলের শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের কর্মীরা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিপুল বর্তমানে ওই হলের ছাত্র নয়, এ অভিযোগে তাকে বের করে দেয়। সাবেক সভাপতি অমল চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার পর সহসভাপতি বিপুলকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এরপর এমফিলে ভর্তিকালে সে শহীদুল্লাহ হলে সংযুক্ত হয়।

এদিকে হল পাহারায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দসহ

ক্যাম্পাস : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ২

ক্যাম্পাস : মুখোমুখি

(৩ পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন দাবিতে হলগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা 'বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে এক লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। জানা গেছে, প্রতিদিনের জন্য ১৪টি হলের প্রতিটিতে ৩ হাজার ও মধুর কেন্টিনসহ ক্যাম্পাসের জন্য ৮ হাজার মোট ৫০ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু ছাত্র হলগুলো ১ হাজার ও ছাত্রী হলগুলো ৫০০ করে টাকা পাচ্ছে। তাও আবার নিয়মিত নয়। এ কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ওপর তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দ কমদামি মোটরসাইকেল দেয়ায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ওপর ক্ষুব্ধ। ঢাকায় নির্বাচনী কাজের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগ থেকে ছাত্রলীগকে ১০টি মোটরসাইকেল দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের জন্য ২টি ও বাকি ৮টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের শীর্ষ দুই নেতার জন্য দেয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে, সবার জন্য সমান বরাদ্দ থাকলেও কেন্দ্রীয় দুই নেতা জাপানি ইয়ামাহা-আরএক্স মোটরসাইকেল নিয়েছেন, যার প্রতিটির মূল্য ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা আর অন্যদের দেয়া হয়েছে ভারতীয় ইয়ামাহা-আরএক্স, যার প্রতিটির মূল্য ৭৩ হাজার টাকা।